দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2.2. JUN [illegible] ... ...
পৃষ্ঠা... .. ... 1. কলাম ...5... ...

059

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিনেট অধিবেশন নিয়ে উপাচার্যের দোদুল্যমানতা ॥ আজ বৈঠক

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের চলতি অধিবেশন নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার অনিশ্চয়তা দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত তা দূর হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান গতকাল মঙ্গলবার এক নোটিশের মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য সিনেট অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেন। প্রায় ৫ ঘন্টা আলোচনার পর সিনেট সদস্য, শিক্ষক ও ছাত্রদের দাবীর মুখে তিনি আজ বিকেলে মুলতবী সভা আবার আহ্বান করেছেন।

সোমবার অধিবেশনে যোগ দিতে এসে জাতীয় সংসদ সদস্যা বেগম হাসনা মওদুদ ছাত্রদের হাতে নাজেহাল হবার পর মুলতবী ঘোষিত অধিবেশনে যোগ দিতে গতকাল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সিনেট সদস্যরা জানতে

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

পারেন যে, উপাচার্য পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সিনেট অধিবেশন মুলতবী রেখেছেন। এ সম্পর্কে উপাচার্য যে নোটিশ ইস্যু করেন তাতে লেখা ছিল, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও শিক্ষার স্বার্থে এবং ছাত্র-শিক্ষক-অফিসার-কর্মচারী ও সিনেট সদস্য-সদস্যাদের নিরাপত্তা ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নত রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশের ১২(৩) ধারা মতে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

সিনেট সদস্যরা উপাচার্যের এ পদক্ষেপের বিরোধিতা করে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি বানিয়ে অধিবেশনে মিলিত হন এবং উপাচার্যের পদক্ষেপের কারণ জানার জন্য তার সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন। তারা আরো সিদ্ধান্ত নেন যে, উপাচার্য তার ইস্যু করা নোটিশ প্রত্যাহার না করলে তারা নিজেরাই অধিবেশনের কাজ চালিয়ে যাবেন। উপাচার্য এ সময় তার বাসভবনে ছিলেন।

সিনেট সদস্যরা তার সঙ্গে দেখা করে তার পদক্ষেপের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে উপাচার্য তাদেরকে বলেন, সরকার পক্ষ থেকে তাকে বলা হয়েছে যে, সিনেট সভা বসলে জাতীয় সংসদ থেকে মনোনীত ৫জন সদস্য-সদস্যা প্রয়োজনে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই তাতে যোগ দেবেন। উপাচার্য জানান এই পরিস্থিতিতে সভা হলে ব্যাপক গোলযোগ ও রক্তক্ষয়ের আশংকায় তিনি সিনেট সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী করেছেন। উল্লেখ্য, বর্তমান সিনেটের মেয়াদ আগামী ২৪শে জুন শেষ হবে।

উপস্থিত সিনেট সদস্য এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপাচার্যকে অবিলম্বে নোটিশটি প্রত্যাহার করে সিনেট সভা ডাকার দাবী জানান। তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীর নৈতিক বল দিয়ে সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে। কোন মহলের চাপের মুখে গুরুত্বপূর্ণ সিনেটের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হলে তা হবে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী।

উপাচার্য তার পদক্ষেপের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেন। এরপর ছাত্র নেতৃবৃন্দ তার সঙ্গে দেখা করে একই দাবী জানালে সরকার পক্ষের সাথে আলোচনার পর রাত ৯টার দিকে উপাচার্য নোটিশ প্রত্যাহারে সম্মত হন এবং আজ বিকেলে সিনেটের মুলতবী সভা আহ্বান করেন। বিকেল ৪টায় সিনেট সদস্য এবং শিক্ষকরা তার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলেন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গতকাল এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেছে যে, শান্ত ক্যাম্পাসে উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার উপাচার্যের মাধ্যমে সিনেট সভা মুলতবী করেছিলেন।

সংগ্রামী ছাত্র জোটের বিবৃতিতেও উপাচার্যের ভূমিকার [illegible] সমালোচনা করে বলা হয় সর[illegible]কারী নীল নক্সা অনুযায়ী সিনেট সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলত[illegible] করা হয়।

গতকাল অনুষ্ঠিত ছাত্র সংগ্[illegible] পরিষদের এক ছাত্র সমাবে[illegible] বক্তৃতাকালে ছাত্রনেতা আশরা[illegible] হক মুকুল সোমবারের ঘটন[illegible] সম্পর্কে দেয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে[illegible] বক্তব্যের নিন্দা করে বলেন এ[illegible] বক্তব্য স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্ত[illegible]ক্ষেপের সামিল। তিনি ছাত্রদের ওপর পুলিশী হামলারও নিন্দা করেন।